আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
তারিখঃ ২৫/০৪/২০২৩ (পৃঃ ০৯)

বঙ্গবন্ধু-১০০ ধানের আবাদ বাড়ছে

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত বঙ্গবন্ধু-১০০ ধানের আবাদ গোপালগঞ্জে বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) বঙ্গবন্ধু ধান-১০০ অবমুক্ত করে। গত বছর গোপালগঞ্জ জেলার পাঁচ উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে ২০০ হেক্টর জমিতে এই ধানের আবাদ করা হয়। নতুন এই জাতের ধানের আবাদ করে কৃষক হেক্টর প্রতি সাড়ে ৭ টন ফলন পান। তারপর এ বছর গোপালগঞ্জে ৪৬৫ হেক্টর জমিতে বঙ্গবন্ধু-১০০ ধানের আবাদ হয়েছে। এ বছর বঙ্গবন্ধু-১০০ ধানের আবাদ ২৬৫ হেক্টরে বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের গোপালগঞ্জ খামারবাড়ির উপপরিচালক কৃষিবিদ আ. কাদের সরদার বলেন, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত বঙ্গবন্ধু ধান-১০০। একটি উচ্চ ফলনশীল-উফশী জাতের ধান। এই ধানে রোগ বালাই নেই। ধানের ফলন বেশ ভালো। এই ধান চাষ করে কৃষক লাভবান হন। তাই প্রতি বছর গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু ধান-১০০ এর আবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ওই কর্মকর্তা আরও জানান, গত মৌসুমে জেলার পাঁচ উপজেলায় ২০০ হেক্টর জমিতে বঙ্গবন্ধু-১০০ ধানের আবাদ করা হয়। গত বছর এই ধানের বাম্পার ফলন পেয়ে কৃষক লাভবান হন। তাই চলতি বোরো মৌসুমে গোপালগঞ্জ জেলার ৪৬৫ হেক্টর জমিতে বঙ্গবন্ধু-১০০ ধানের আবাদ হয়েছে। এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু-১০০ ধান গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় ২৬ হেক্টর, মুকসুদপুরে ৩৫ হেক্টর, কাশিয়ানীতে ১৮ হেক্টর, কোটালীপাড়ায় ১৯০ হেক্টর ও টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় ১৯৬ হেক্টর আবাদ করা হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের কোটালীপাড়া উপজেলা কৃষি অফিস সাদুল্যাপুর ইউনিয়নের পোলটানা গ্রামসহ বিভিন্ন গ্রামে উৎপাদিত বঙ্গবন্ধু-১০০ ধানের নমুনা ফসল কর্তন ও পরিমাপ করেছে। কোটালীপাড়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ নিটুল রায় বলেন, কোটালীপাড়া উপজেলায় বঙ্গবন্ধু ধান-১০০ কাটা শুরু হয়েছে। আমরা নমুনা ফসল কর্তন করে দেখেছি প্রতি হেক্টরে এই ধানের ফলন হয়েছে সাড়ে ৭ টন। জিংক সমৃদ্ধ এই ধানের বাম্পার ফলন পেয়ে আগামীতে কৃষক এই জাতের ধানের আবাদ বৃদ্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কোটালীপাড়া উপজেলার দীঘলিয়া গ্রামের কৃষক দিলীপ বিশ্বাস বলেন, বঙ্গবন্ধু ধান-১০০ একটি জিং সমৃদ্ধ ধান। ধান চিকন। খেতে সুস্বাদু। তাই বাজারে ধানের দাম বেশি পাওয়া যায়। এ ছাড়া ধানের ফলনও বেশ ভালো। আমার জমির ধান দেখে আগামী বছর প্রতিবেশী অনেক কৃষক এই ধান আবাদের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।